

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৯ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-33 15 November 2026 ◆ Saturday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



অসমে এখনও গ্রেফতার হননি ১.১৬ লক্ষের বেশি ঘোষিত বিদেশি

পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ আখ্যা গৌহাটি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের

গুয়াহাটি : অসমে বিদেশি নাগরিকদের শনাক্তকরণ ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল গৌহাটি হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪৬ জন ঘোষিত বিদেশি নাগরিক এখনও গ্রেফতার হননি। তাঁদের আটক করে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা যায়নি। পরিস্থিতিকে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ বলে উল্লেখ করেছে আদালত। গত ১০ নভেম্বর বিচারপতি কল্যাণ রাই সুরানা এবং বিচারপতি মৃদুল কুমার কলিতার ডিভিশন বেঞ্চ এক ঘোষিত বিদেশির বহিষ্কার সংক্রান্ত রিট আবেদন খারিজ করার সময় এই পর্যবেক্ষণ করে। আদালত জানায়, ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হলফনামায় ১,১৬,৯৪৬ জন ঘোষিত বিদেশি নাগরিকের গ্রেফতার ও বহিষ্কার বাকি থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।



এই মামলার আবেদনকারী ছিলেন চরাইদেও জেলার বাসিন্দা হামিদা বেগম। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল তাঁকে অবৈধ বিদেশি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি গৌহাটি হাইকোর্টে আবেদন করেন। ২০২০ সালের অক্টোবরে হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও ২০২৫ সালের নভেম্বরে তাঁর আবেদন খারিজ হয়। ২০২৬ সালের মার্চে শীর্ষ আদালত তাঁর রিভিউ আবেদনও নাকচ করে দেয়।

এরপর তাঁকে গোয়ালপাড়ার ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, তিন বছর আটক থাকার পর তিনি জামিনে মুক্তি পান। মুক্তির পর নিয়মিত সংশ্লিষ্ট থানায় হাজিরা দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু একবার থানায় হাজিরা দিতে গেলে তাঁকে ফের আটক করা হয়।

এরপর তাঁর আইনজীবী পুনরায় জামিনের আবেদন জানান। তবে হাইকোর্ট জানায়, ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত আইনি সুযোগ ইতিমধ্যেই ব্যবহার করেছেন হামিদা। রাজ্য সরকারও তাঁকে বহিষ্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর রিট আবেদন গ্রহণযোগ্য নয় বলেও জানায় ডিভিশন বেঞ্চ।

কাজিরাঙার দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু ২০ লক্ষ ক্ষতিপূরণের দাবি দেবব্রতর

গুয়াহাটি : কাজিরাঙার রঙাজানে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় নিহত ২৬ জনের পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকিয়া। আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। গত ১৩ নভেম্বর ৭১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাভেলার ও ট্রাকের সংঘর্ষে ২৬ জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শনের পর এই দাবি জানান দেবব্রত। তাঁর অভিযোগ, দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালক নয়, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পরিবহণ বিভাগের গাফিলতিও দায়ী। চিঠিতে সংশ্লিষ্ট পথে টোল আদায় বন্ধ, জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিরীক্ষা, এলিভেটেড করিডরের কাজ দ্রুত শেষ এবং আধুনিক ট্রমা কেয়ার সেন্টার-সহ সরকারি হাসপাতাল নির্মাণের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

মিশন বসুন্ধরা ৪.০ ও বনাধিকার আইন নিয়ে কর্মশালায় রণোজ পেগু

গুয়াহাটি : জনজাতীয় গৌরব দিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে শনিবার গুয়াহাটির শিল্পগ্রামে মিশন বসুন্ধরা ৪.০ এবং বনাধিকার আইন, ২০০৬ নিয়ে আয়োজিত এক কর্মশালায় অংশ নিলেন অসমের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে পেগু জানান, কর্মশালায় বিভিন্ন জনজাতীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ভূমির অধিকার, বনভূমির উপর প্রথাগত অধিকার এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।



কর্মশালায় বনাধিকার আইন এবং মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দুই উদ্যোগের মাধ্যমে যোগ্য পরিবারগুলিকে বনভূমির উপর তাঁদের প্রথাগত অধিকার স্বীকৃতি পেতে এবং ভূমি সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা গ্রহণে সহায়তা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষায় সরকারি প্রকল্পগুলির সুযোগ সম্পর্কে তৃণমূল স্তরে প্রচার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও আলোচনায় উঠে আসে।

বালাছড়ায় সুপারি সিন্ডিকেট নিয়ে বিতর্ক, তদন্তের আশ্বাস কিশোর নাথের

বড়খলা : বরাক উপত্যকায় স্থানীয় সুপারি ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কথিত সিন্ডিকেট-রাজের অভিযোগ ঘিরে ফের বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বড়খলার বালাছড়া টোলগেটে স্থানীয় সুপারি সিন্ডিকেটের সক্রিয়তা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠলেও, এখনও কোনও ব্যবসায়ী সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ জানাননি বলে দাবি করেছেন বিধায়ক কিশোর নাথ।



সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক জানান, বালাছড়ায় সুপারি সিন্ডিকেটের কার্যকলাপ নিয়ে তিনি লোকমুখে নানা কথা শুনেছেন। তবে লিখিত বা মৌখিকভাবে কোনও ব্যবসায়ী তাঁর দ্বারস্থ হননি। তা সত্ত্বেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন তিনি। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ও কাছাড়ের পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলেও আশ্বাস দেন। এদিকে বিধায়কের বক্তব্য ঘিরে বড়খলায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ২০২২ সাল থেকেই বালাছড়ায় এই সিন্ডিকেট সক্রিয়। এত দিন ধরে এমন অভিযোগ চললেও বিধায়ক বিষয়টি জানতেন না কেন, তা নিয়ে ক্ষোভ ও সংশয় দেখা দিয়েছে।

সব আদিবাসীকে জমির পাট্টা, ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট রুখতে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

ঝাড়গ্রাম : রাজ্যের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে জমির অধিকার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি ভুয়ো তফসিলি জাতি (এসসি) শংসাপত্র প্রদান ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শনিবার বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে ঝাড়গ্রামে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৭৭০ জনের হাতে জমির মালিকানার পাট্টা তুলে দেন তিনি। শুভেন্দু জানান, আদিবাসীদের জমির অধিকার নিশ্চিত করতে বন, ভূমি ও জনজাতি উন্নয়ন দফতরের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক আদিবাসী পরিবারকে জমির অধিকার দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।



এদিন পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আগের সরকারের আমলে অ-আদিবাসীদের ভুয়ো এসসি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে একাধিক ভুয়ো শংসাপত্রধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে কোনওভাবেই ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশও দেন। পাশাপাশি শবর জনজাতির জন্য বিশেষ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় পর্যায়ের বিশেষভাবে বিপন্ন জনজাতি গোষ্ঠী (পিভিজিটি) তালিকায় শবরদের অন্তর্ভুক্তি না থাকলেও রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁদের ওই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

ছটপূজাকে ঘিরে উৎসবের আমেজ বদরপুরে, বরাকের ঘাটে ঘাটে প্রস্তুতি

বদরপুর : ছটপূজাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে রেলশহর বদরপুর-সহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন এলাকা। বদরপুর রেলকলোনির ডেবারপার, বদরপুরঘাট, পাঁচগ্রাম ও শ্রীগৌরীতে বরাক নদীর তীরে চলছে সূর্য উপাসনার প্রস্তুতি। এই উপলক্ষে বিভিন্ন হিন্দিভাষী পরিবারের বাড়ি ও পূজাস্থল আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আতসবাজি ও উৎসবের আনন্দে মেতেছে শিশুরাও। আয়োজকরা জানান, গত ১৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে চার দিনের ছটপূজা। প্রথম দিন পালিত হয় নাহায়-খায় এবং পরদিন খরনা পর্ব। রবিবার বিকেল ৪টা থেকে নদীর ঘাটে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যকে ফলমূল-সহ অর্ঘ্য নিবেদন করবেন ব্রতীরা। সোমবার ভোরে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এই মহাপর্ব।



কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

রবিবার, ২৯ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

সুরক্ষিত শৈশব, সমৃদ্ধ ভারত

শিশুরাই একটি দেশের ভবিষ্যৎ;এই কথাটি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরকারি অনুষ্ঠান, সর্বত্রই বারবার উচ্চারিত হয়। শিশুদের স্বপ্ন, সম্ভাবনা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলতে কোনও কার্পণ্য নেই রাষ্ট্রের। কিন্তু সেই আশ্বাসের আড়ালে যখন লক্ষ লক্ষ শিশু অপুষ্টি, দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, শিক্ষার অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করে, তখন এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ কিংবা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের সাফল্য যতই আলোচিত হোক, দেশের সবচেয়ে অসহায় শিশুদের কাছে সেই উন্নয়নের সুফল পৌঁছচ্ছে কি না, সেটাই হওয়া উচিত প্রকৃত মূল্যায়নের মাপকাঠি।

শিশুকল্যাণে ভারতে আইন প্রণয়ন, সরকারি প্রকল্প এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব নেই। সর্বশিক্ষা অভিযান থেকে সমগ্র শিক্ষা অভিযান; সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার পরিসর সম্প্রসারিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি ও পুষ্টির বিষয়টি মাথায় রেখে চালু হয়েছে মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্প, যা বর্তমানে পিএম পোষণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে সমন্বিত শিশু উন্নয়ন পরিষেবা এবং পোষণ অভিযানের মতো কর্মসূচি শিশুদের পুষ্টি ও প্রাথমিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলির ইতিবাচক দিক অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি আর শিশুদের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন;দুটি এক বিষয় নয়।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেই যে একটি শিশু শিক্ষিত হয়ে উঠছে, এমন নিশ্চয়তা নেই। সরকারি পরিসংখ্যানে ভর্তির হার বাড়ার ছবি পাওয়া গেলেও শিক্ষার গুণগত মান, প্রাথমিক স্তরে পড়া ও অঙ্কের দক্ষতা কিংবা শিশুর চিন্তাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস কতটা বিকশিত হচ্ছে, তার উত্তর অনেক ক্ষেত্রেই অধরা থেকে যায়। শিক্ষার অধিকার শুধু বিদ্যালয়ের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সেই দরজা পেরিয়ে প্রতিটি শিশুর হাতে মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই হওয়া উচিত রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

পুষ্টির ক্ষেত্রেও ছবিটি একই রকম উদ্বেগজনক। ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার ষষ্ঠ পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে খর্বাকৃতির হার পঞ্চম সমীক্ষার ৩৫.৫ শতাংশ থেকে কমে ২৯.৩ শতাংশে নেমেছে। গুরুতর অপুষ্টির হারও ৭.৭ শতাংশ থেকে কমে ৫.২ শতাংশ হয়েছে। এই অগ্রগতি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক। কিন্তু একই সময়ে কম ওজনের শিশুর হার ৩১.৮ শতাংশে থাকা বুঝিয়ে দেয়, সমস্যার গভীরতা এখনও যথেষ্ট। শুধু খাবার জোগাড় করতে পারলেই শিশুর পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না। প্রয়োজন সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত প্রোটিন, প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ এবং সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ। অপুষ্টির প্রভাব কেবল শারীরিক বিকাশেই সীমাবদ্ধ থাকে না; শিশুর মেধা, শেখার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতার উপরও তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে।

এর পাশাপাশি শিশুশ্রম ভারতের উন্নয়ন-ভাবনার সামনে এক অস্বস্তিকর প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়েছে। ২০১৬ সালের শিশু ও কিশোর শ্রম (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন চোদ্দো বছরের কম বয়সিদের শ্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা কঠোর করেছে এবং কিশোরদের বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু আইন থাকলেই শোষণ বন্ধ হয় না। কৃষিক্ষেত্র, ইটভাটা, গৃহস্থালির কাজ, পোশাকশিল্প এবং অসংগঠিত শ্রমের নানা ক্ষেত্রে এখনও শিশুদের কাজে লাগানোর অভিযোগ রয়েছে।

মার্কিন শ্রম দফতরের ২০২৪ সালের পর্যালোচনাতেও উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতির কথা স্বীকার করার পাশাপাশি আইন প্রয়োগের অসমতা এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত মামলা ও শাস্তি নিশ্চিত করার ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। শিশু পাচার, জোরপূর্বক শ্রম এবং বন্ধকী শ্রমের মতো অপরাধ দূর করতে মাঝেমধ্যে অভিযান চালানো যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন নিয়মিত নজরদারি, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, উদ্ধার হওয়া শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন এবং যে নিয়োগকর্তারা শিশুদের শ্রম শোষণ করে লাভবান হন, তাঁদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

ভারতের শিশুকল্যাণের আরেকটি বড় সমস্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। শহরের সচ্ছল পরিবারের একটি শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী শিশু, পরিযায়ী শ্রমিকের সন্তান কিংবা দরিদ্র পরিবারের মেয়ের জীবনের বাস্তবতার বিস্তর ফারাক। শহুরে আলোচনায় শিশুদের অনলাইন শিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, মানসিক চাপ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অথচ দেশের বহু গ্রামীণ বিদ্যালয়ে এখনও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, শ্রেণিকক্ষের পরিকাঠামো দুর্বল, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব রয়েছে। বহু শিশুর কাছে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবারও নিশ্চিত নয়।

পাকা চাকরি, নাকি অগ্নিবীর? সেনায় নিয়োগের নয়া সিদ্ধান্তে বদলাচ্ছে সমীকরণ

প্রদীপ দেশমুখ্য

গ্রামের এক প্রান্তে নিমগাছের ছায়ায় খাটিয়ায় বসে রয়েছেন এক সম্ভাব্য কনের বাবা। তাঁর সামনে পাত্র হিসেবে উপস্থিত এক যুবক। ছেলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন রয়েছে, শারীরিক পরীক্ষার প্রস্তুতিও চলছে। কিন্তু পাত্রের দৌড়ের গতি, শারীরিক সক্ষমতা কিংবা অস্ত্র চালানোর দক্ষতা নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই। তাঁর একটাই প্রশ্ন;'পাকা চাকরি, নাকি অগ্নিবীর?'

হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার কিংবা জম্মু-কাশ্মীরের বহু গ্রামীণ পরিবারের কাছে সেনাবাহিনীতে চাকরি শুধু একটি পেশা নয়, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক নিরাপত্তা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতীক। সেই কারণেই অগ্নিপথ প্রকল্প চালুর পর থেকে সেনায় নিয়োগের নতুন ব্যবস্থাকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব শুধু সামরিক বাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।

২০২২ সালের ১৪ জুন কেন্দ্রীয় সরকার অগ্নিপথ প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের অধীনে চার বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। চার বছর শেষে মোট অগ্নিবীরের ২৫ শতাংশকে মেধার ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে রাখার সুযোগ রয়েছে। বাকি ৭৫ শতাংশকে প্রায় ১১.৭১ লক্ষ টাকার করমুক্ত সেবা নিধি দিয়ে অব্যাহতি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সরকারের যুক্তি ছিল, এর ফলে সেনাবাহিনীর গড় বয়স কমবে, বাহিনী আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে এবং পেনশন খাতে ব্যয় কমিয়ে আধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনার সঙ্গে দেশের বহু সেনা-নির্ভর পরিবারের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার সংঘাত তৈরি হয়। বিশেষ করে উত্তর ভারতের গ্রামীণ এলাকায় সেনাবাহিনীতে স্থায়ী চাকরি মানে শুধু মাসিক বেতন নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পেনশন, ক্যান্টিনের সুবিধা, পারিবারিক আবাসন এবং অবসরের পরেও সামাজিক পরিচিতি। অনেক পরিবারে দাদু, বাবা কিংবা কাকা সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন। তাঁদের কাছে সেনাবাহিনী একটি চাকরির প্রতিষ্ঠান নয়, বরং পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ।

এই সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহারে রেলগাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের একাংশও চার বছরের চাকরির মেয়াদ এবং প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আধুনিক অস্ত্র ও প্রযুক্তি পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়।

তবে বিতর্ক সত্ত্বেও নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। বহু যুবক অগ্নিবীর হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু চার বছরের মেয়াদ শেষে তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ২০২৬ সালের ৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এবং তার পরবর্তী সামরিক নেতৃত্বের ঘোষণায় অগ্নিপথ প্রকল্পে নতুন সম্ভাবনার কথা সামনে এসেছে। চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন এস রাজা সুব্রহ্মণি জানিয়েছেন, চার বছর শেষে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীতে জায়গা না পাওয়া ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে আরও দু'বছরের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। এই পর্যায়ে তাঁদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কথাও জানানো হয়েছে।

ছয় বছর পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছুক অগ্নিবীরদের নিয়মিত সেনাসদস্য হিসেবে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচনী মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।

অর্থাৎ, অগ্নিপথ প্রকল্পের মূল কাঠামো আপাতত বহাল থাকছে। চার বছরের প্রাথমিক নিয়োগ এবং ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে মেধার ভিত্তিতে স্থায়ী করার ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হচ্ছে না। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে বাকি অগ্নিবীরদের জন্য আরও দু'বছরের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়মিত সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে।

এই পরিবর্তনকে অগ্নিপথ প্রকল্পের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং চার বছরের চাকরির মেয়াদ শেষে কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা কমানোর একটি সংশোধিত ব্যবস্থা হিসেবেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এই সিদ্ধান্তের সময়কাল নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০২৭ সালের গোড়ায় উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চল, মেরঠ থেকে বলিয়া;বহু এলাকায় সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রস্তুতি স্থানীয় সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। প্রতিবেশী উত্তরাখণ্ডেও সেনায় চাকরির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রীর স্বাগত জানানোও রাজনৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, অগ্নিপথ প্রকল্পের সংশোধনের পেছনে কর্মসংস্থানের বাস্তব প্রয়োজনের পাশাপাশি নির্বাচনী পরিস্থিতির কোনও প্রভাব রয়েছে কি না। যদিও সিদ্ধান্তের পেছনে সরকারের ঘোষিত যুক্তি এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আরও একটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২২ সালে প্রকল্পটি নিয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন সামরিক বিষয়ক দফতরের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব। আর ২০২৬ সালে সংশোধিত ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন দেশের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ। সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়াও প্রকল্পটির গুরুত্ব এবং বিতর্কের ব্যাপ্তি তুলে ধরে।

নতুন সিদ্ধান্তে অগ্নিবীরদের কর্মজীবনের সুযোগ বাড়বে, এতে সন্দেহ নেই। অতিরিক্ত দু'বছরের চাকরিতে বেতন, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যাবে। সেনাবাহিনীও প্রশিক্ষিত কর্মীদের আরও কিছু সময় ধরে কাজে লাগাতে পারবে। ফলে নতুন নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরতা কিছুটা কমতে পারে।

কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। অতিরিক্ত দু'বছরের চাকরি পেনশনের জন্য গণ্য হবে কি না, ছয় বছর শেষে কতজনকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে নেওয়া হবে, নির্বাচনের মানদণ্ড কী হবে এবং ২৭ বছর বয়সে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া একজন সেনাকর্মীর কর্মজীবনের অগ্রগতির সুযোগ কতটা থাকবে; এসব বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। এ ছাড়া চার বছর পর সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিবীরদের জন্য কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নিয়োগে যে বিশেষ সুযোগ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, নতুন ছয় বছরের কাঠামোর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কীভাবে বজায় রাখা হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

সবচেয়ে বড় বিষয়, অগ্নিপথ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল প্রতিরক্ষা পেনশনের ব্যয় কমানো। প্রতিরক্ষা বাজেটের একটি বড় অংশ পেনশন খাতে ব্যয় হওয়ায় আধুনিক অস্ত্র, ড্রোন, যুদ্ধবিমান ও সাবমেরিনের মতো সরঞ্জামে বিনিয়োগের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার তুলে ধরেছিল। এখন যদি অতিরিক্ত দু'বছর পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অগ্নিবীরকে স্থায়ী সেনাসদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তাহলে পেনশন খাতে সাশ্রয়ের মূল পরিকল্পনা কতটা কার্যকর থাকবে, সেই হিসাবও সামনে আনা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত অগ্নিপথ প্রকল্পের সাফল্য শুধু সেনাবাহিনীর গড় বয়স কমানো কিংবা নিয়োগের সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যাবে না। সেনাবাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি, প্রশিক্ষণের মান, অভিজ্ঞ সেনাকর্মীর প্রয়োজন এবং জওয়ানদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা;সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।

হাজার ঢোলের ছন্দে বিশ্বমঞ্চে গারো সংস্কৃতি

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে মেঘালয়ের ওয়াঙ্গালা উৎসব

তুরা : পাহাড়ি জনপদের ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিল মেঘালয়ের গারো সম্প্রদায়। ঐতিহ্যবাহী ১০০ ড্রামস ওয়াঙ্গালা উৎসবের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১,০০০ দামা (প্রচলিত ঢোল) বাদ্যযন্ত্রের তালে বৃহত্তম ওয়াঙ্গালা নৃত্য পরিবেশন করে এই কৃতিত্ব অর্জন করল তারা। শনিবার তুরার কাছে চিব্রাগ্রে এলাকার ওয়াঙ্গালা আদামে এই ঐতিহাসিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।



১৯৭৬ সালে অল্প কয়েকটি ঢোল নিয়ে শুরু হওয়া উৎসবের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানের চতুর্থ দিনে এই রেকর্ড গড়ে ওঠে। ১,০০০ বাদ্যযন্ত্রী ও নৃত্যশিল্পীর সম্মিলিত পরিবেশনায় গারোদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা, উপমুখ্যমন্ত্রী স্নিয়াভালাং ধর, বিদ্যুৎমন্ত্রী টি ডি শিরা এবং বিরোধী দলনেতা মুকুল এম সাংমা। শেখাওয়াত বলেন, ওয়াঙ্গালা শুধু ফসল কাটার উৎসব নয়, এটি গারো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় ও প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী সাংমা জানান, প্রয়াত প্রাক্তন লোকসভা অধ্যক্ষ পি এ সাংমার স্বপ্ন ছিল সুবর্ণজয়ন্তীতে এক হাজার ঢোলের সমাবেশ। সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত গারো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'রিদম অব থাউজ্যান্ড ড্রামস' অনুষ্ঠান এবং ১০টি দলের নৃত্য প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে চিদাওগ্রে পায় ২ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় গনডেংগ্রে ১.৫ লক্ষ এবং তৃতীয় সাদোলব্রা ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার।

এনআরসি পুনঃযাচাই ও এসআইআরে অনড় বিজেপি, কংগ্রেসকে নিশানা



গুয়াহাটি : ২০১৯ সালে প্রকাশিত অসমের চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) পূর্ণাঙ্গ পুনঃযাচাই ছাড়া গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চালুর দাবিতে অনড় অসম বিজেপি। শনিবার দলের মুখপাত্র মানস শরণিয়া কংগ্রেসের বক্তব্যের জবাবে এই অবস্থান স্পষ্ট করে জানান। তাঁর দাবি, অনুপ্রবেশকারীমুক্ত ভোটার তালিকা এবং নির্ভুল এনআরসি অসমের স্বার্থ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য জরুরি।

শরণিয়া বলেন, ১৯৭৯-৮৫ সালের অসম আন্দোলনের সময় থেকেই বিভিন্ন জাতিগত ও আদিবাসী সংগঠন অনুপ্রবেশকারীমুক্ত ভোটার তালিকার দাবি জানিয়ে আসছে। আন্দোলনে ৮৬০ জনের প্রাণহানির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিষয়টিকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা উচিত।

২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট প্রকাশিত চূড়ান্ত এনআরসি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। শরণিয়ার দাবি, তালিকা থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ আবেদনকারীর নাম বাদ পড়লেও অতীতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেওয়া অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীর পরিসংখ্যানের সঙ্গে তার বড় ফারাক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার ৩০ লক্ষ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের ৪০ লক্ষ এবং শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়ালের ৫০ লক্ষ অভিবাসীর পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন তিনি।

পুনঃযাচাইয়ের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে কামরূপ জেলার ছয়গাঁও রাজস্ব চক্রের তথ্যও তুলে ধরেন বিজেপি মুখপাত্র। তাঁর দাবি, ২০১৯ সালে ৬৪,২৪৭ জন মূল অধিবাসীর মধ্যে ১৪,১৮৩ জনের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অন্য একটি যাচাইয়ে ৩০,৭৯১ জনের মধ্যে ৭,৪৪৬ জনের ক্ষেত্রে অসংগতি ধরা পড়ে।

এনআরসি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন শরণিয়া। বিজেপির বক্তব্য, আইন মেনে এনআরসি পুনঃযাচাইয়ের পাশাপাশি এসআইআর চালু করতে হবে। তবে প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছে দলটি।

হাফলং লেকের ঝুলন্ত সেতুতে এলপিজি বোঝাই ট্রাকের ধাক্কা, গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল লোহার গ্রিল

হাফলং : অসমের ডিমা হাসাও জেলার হাফলং শহরে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন কয়েকজন গাড়ির যাত্রী। শনিবার হাফলং লেকের কাছে ঝুলন্ত সেতুর দড়িতে ধাক্কা মারে এলপিজি সিলিন্ডার বোঝাই একটি ট্রাক। ধাক্কার জেরে সেতুর ভারী লোহার গ্রিল ভেঙে নিচে চলাচলকারী গাড়ির উপর পড়ে। ঘটনায় একটি অল্টো গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এএস ০২ ডি ৫৭৪৮ নম্বরের এলপিজি বোঝাই ট্রাকটি হাফলং লেকের পাশের ঝুলন্ত সেতুর দড়িতে ধাক্কা দেয়। এরপর সেতুর ভারী ধাতব গ্রিলটি ভেঙে ট্রাকের উপর আছড়ে পড়ে। একই সঙ্গে এএস ১১ এজি ৩৫৯৬ নম্বরের একটি অল্টো গাড়িও ভেঙে পড়া কাঠামোর নিচে আটকে যায়।

দুর্ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিপাকে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্য যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ভেঙে পড়া লোহার কাঠামো সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়।

কীভাবে ট্রাকটি সেতুর দড়িতে ধাক্কা মারল এবং দুর্ঘটনায় সেতু ও যানবাহনের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন।

হাফলংয়ের মতো পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্রে ঝুলন্ত সেতুর নিরাপত্তা এবং ভারী যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও এই দুর্ঘটনার পর নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে সেতুটির কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি।

সম্মতি ছাড়া নির্বাচনী প্রচারে ছবি ব্যবহার, রাজ্য কমিশনের দ্বারস্থ তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত

আগরতলা : ত্রিপুরার পুর ও নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন ঘিরে নতুন বিতর্ক। নিজের সম্মতি ছাড়াই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে তাঁর নাম, ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ তুললেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য। ১৪ নভেম্বর রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। প্রচারের সব মাধ্যম থেকে তাঁর ছবি ও পরিচিতি ব্যবহার করে তৈরি সামগ্রী সরানোর দাবি জানিয়েছেন।



চিঠিতে প্রদ্যোত জানিয়েছেন, শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া এবং তিপ্রাসা চুক্তির বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করার জন্য তিনি সক্রিয় নির্বাচনী রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে সরে দাঁড়িয়েছেন। আসন্ন নির্বাচন থেকেও দূরে থাকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে জানানোর পরও বিভিন্ন দলের ব্যানার, পোস্টার, প্রচারপত্র ও সামাজিক মাধ্যমে তাঁর ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর আশঙ্কা, এভাবে ছবি ও পরিচিতি ব্যবহারের ফলে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট দল বা প্রার্থীকে তিনি সমর্থন করছেন, এমন ভুল ধারণাও ছড়াতে পারে। অথচ সংশ্লিষ্ট প্রচারে তাঁর কোনও সম্মতি বা সমর্থন নেই। প্রদ্যোতের বক্তব্য, সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত ছবি ও পরিচিতির ব্যবহার তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার ও গোপনীয়তার পরিপন্থী। এর আগে প্রকাশ্যে ছবি ব্যবহার বন্ধ করার আবেদন জানালেও তাতে কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। এবার কমিশনের কাছে সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারির দাবি জানিয়েছেন তিনি। মুদ্রিত প্রচারসামগ্রী থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যম সহ সমস্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে তাঁর ছবি ও ভিডিও সরানোর আবেদন জানিয়েছেন।

তাফৌ কুকি ও নিউ হেভেনের ঘটনায় মণিপুরে নিরাপত্তা পর্যালোচনা, চিরুনি তল্লাশি অব্যাহত রাখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল : মণিপুরে নতুন করে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিং। কাংপোকপি জেলার তাফৌ কুকি গ্রাম এবং উখরুল জেলার নিউ হেভেনে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার পর শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাবুপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের ক্যাবিনেট হলে আয়োজিত বৈঠকে বিভিন্ন জেলার নিরাপত্তা পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির প্রভাব এবং সম্ভাব্য অশান্তি মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর চিরুনি তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে। বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন নিরাপত্তাকর্মীদের নিজেদের দায়িত্বাধীন অঞ্চলে নজরদারি ও নিরাপত্তা বলয় আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে যেসব এলাকায় নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি রুখতে বিভিন্ন নিরাপত্তা পোস্টের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।



বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দাস কোন্থৌজাম, মুখ্যসচিব রাজীব সিং ঠাকুর, নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক মুকেশ সিং, অতিরিক্ত মহানির্দেশক (আইনশৃঙ্খলা) এবং অসম রাইফেলস, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ), সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার পদস্থ আধিকারিকরা। স্বরাষ্ট্র দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরাও বৈঠকে অংশ নেন।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে জাতিগত সংঘাতের ক্ষত এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি মণিপুরে। এই পরিস্থিতিতে কাংপোকপি ও উখরুলের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠকে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো এবং অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তৎপরতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আর্থশট প্রাইজ সম্মেলনে যোগ দিতে ১৬ নভেম্বর ভারতে আসছেন উইলিয়াম ও কেট

পরিবেশ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সাজানো তিন দিনের কর্মসূচি



নয়াদিল্লি : তিন দিনের সফরে ১৬ নভেম্বর ভারতে আসছেন ব্রিটেনের যুবরাজ উইলিয়াম এবং ওয়েলসের যুবরানি ক্যাথরিন, যিনি কেট মিডলটন নামেও পরিচিত। তাঁদের এবারের সফরের মূল আকর্ষণ মুম্বইয়ে ষষ্ঠ বার্ষিক 'আর্থশট প্রাইজ' সম্মেলন এবং পরিবেশরক্ষা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। পাশাপাশি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চলচ্চিত্রশিল্প, ক্রিকেট এবং পরিবেশবান্ধব গণপরিবহণের সঙ্গে পরিচিত হবেন ব্রিটিশ রাজদম্পতি। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান আরও জোরদার করাও এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সোমবার মুম্বইয়ে পৌঁছে ঐতিহ্যবাহী গলি ক্রিকেটে অংশ নেবেন উইলিয়াম ও কেট। ক্রিকেট দুই দেশেই জনপ্রিয় হওয়ায় এই কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরপর মুম্বইয়ের মেট্রো রেলে সফর করবেন তাঁরা। পরিবেশের উপর যানবাহনের দূষণ কমাতে গণপরিবহণের ভূমিকা তুলে ধরাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলায় উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজতে চালু হয়েছে 'আর্থশট প্রাইজ ইমপ্যাক্ট অ্যাসেম্বলি'। গত বছর আমেরিকার বস্টনে আয়োজিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। এবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন। মঙ্গলবার আর্থশট প্রাইজের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন যুবরাজ উইলিয়াম। একই দিন 'মিউজিয়াম অফ সলিউশনস'-এ শিশুদের জন্য আয়োজিত 'চিলড্রেনস আর্থশট অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন দু'জনে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে মূল 'আর্থশট প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডস নাইট'। পরিবেশরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পাঁচ বিজয়ীর প্রত্যেককে ১০ লক্ষ পাউন্ড করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজদম্পতি।

বুধবার হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা সম্পর্কে জানবেন তাঁরা। পাশাপাশি মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালেও যাওয়ার কথা রয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক প্রভাব তুলে ধরতে ধর্মা প্রোডাকশনের দপ্তরেও যাবেন উইলিয়াম ও কেট।

মুম্বই সফরের পর রাজদম্পতি দিল্লি গিয়ে তাজমহল এবং অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করতে পারেন। তবে এই দুই সফরের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

সংবিধান সংশোধনী বিল পাসে মরিয়া বিজেপি, পাওয়ার পরিবারের ঐক্যে নজর অমিত শাহের



নয়াদিল্লি : লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করাতে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্ক মেলাতে এবার মহারাষ্ট্রের পাওয়ার পরিবারের দিকে নজর বিজেপির। মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভা আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিল পাস করাতে বিরোধী শিবিরের সমর্থন আদায়ের পাশাপাশি ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) দুই গোষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টাও শুরু হয়েছে। এই রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যেই আগামী সোমবার পুণেতে প্রয়াত অজিত পাওয়ারের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে বিজেপি, শিবসেনা ও এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। ফলে শরদ পাওয়ার ও অজিত পাওয়ারের দুই শিবিরের পুনর্মিলন নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করাতে ৩৬১টি ভোট প্রয়োজন। গত এপ্রিলে একই ধরনের বিল ২৯৮-২৩০ ভোটে আটকে গিয়েছিল। এবার প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে ১৫-১৮টি ভোট বেশি পাওয়ার আশা করছে শাসক শিবির। বিশেষ করে শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (শরদচন্দ্র)-এর আট সাংসদের সমর্থন আদায়ে আগ্রহী বিজেপি। তবে শনিবার সুপ্রিয়া সুলে জানিয়ে দিয়েছেন, অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর দুই দলের সংযুক্তি নিয়ে আলোচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অজিত-পত্নী সুনেত্রা পাওয়ারের শিবিরও সংযুক্তির পক্ষে নয়।

এদিকে, প্রস্তাবিত বিলে লোকসভার আসনসংখ্যা ৫৪৩ থেকে সর্বোচ্চ ৮৫০ করার পাশাপাশি ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব রাজ্যে সমানুপাতিক সূত্র প্রয়োগ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলির উদ্বেগ দূর করতে চাইছে কেন্দ্র। সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তুতিও চলছে। ফলে বিলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একদিকে সংসদীয় সংখ্যার হিসাব, অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণ; দুই দিকেই এখন অমিত শাহের নজর।

উজ্জয়িনীর পরই যান্ত্রিক ত্রুটি, জরুরি অবতরণ ইন্ডিগোর বিমানের

পুণে : আকাশে ওড়ার পরই যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় জরুরি অবতরণ করল পুণে-গুয়াহাটিগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান। রবিবার সকালে ১৯২ জন যাত্রী নিয়ে বিমানটি পুণে থেকে রওনা হয়েছিল। তবে সকল যাত্রীই নিরাপদে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ইন্ডিগোর বিমানটির উজ্জয়িনীর পর পাইলট লক্ষ্য করেন, বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার ভিতরে ঢুকছে না। সেটি বাইরে আটকে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে বিষয়টি জানান তিনি। এরপর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফের এই ঘটনায় বিমানযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রক্তাক্ত পাকিস্তান, বালোচভূমে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে ২৪ জনের মৃত্যু, পালটা জবাবে মৃত ৪ সেনা



ইসলামাবাদ : নিজেদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের আগুনেই এবার পুড়ছে পাকিস্তান! সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে বালোচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ায় বড়সড় অভিযান চালাল পাক সেনা। গত ১৩ ও ১৪ নভেম্বরের অভিযানে ২৪ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। তবে সেনার এই অভিযানের পালটা জবাব দিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিও। তাদের হামলায় মেজর পদমর্যাদার এক আধিকারিক-সহ চার পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সেনাবাহিনীর জনসংযোগ শাখা আইএসপিআর এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বালোচিস্তানের কোলপুর, কারদাগাপ ও নুশকি এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ১৩ ও ১৪ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে কোলপুরে সেনার অভিযানে আট জঙ্গি নিহত হয়। তাদের মধ্যে একজন আত্মঘাতী হামলাকারী ছিল। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে সেনা। আইএসপিআরের অভিযোগ, নিহতরা সবাই 'ফিতনা আল-হিন্দুস্তান' নামে পরিচিত গোষ্ঠীর সদস্য। বালোচিস্তানে সক্রিয় বিদ্রোহী সংগঠনগুলিকে বোঝাতে এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করে পাকিস্তান সরকার।

এদিকে, ১৪ নভেম্বর সেনার টহলদারি গাড়িতে ড্রোন হামলা চালায় বিদ্রোহীরা। এই হামলায় মেজর ওমর মিনহাস নাসির-সহ দুই সেনার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।

অন্যদিকে, খাইবার পাখতুনখোয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তানেও অভিযান চালিয়েছে পাক সেনা। মির আলি, দত্তা খেল ও সংলগ্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে ১৬ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে আলি খেল এলাকায় ১২ জন এবং মির আলি ও দত্তা খেল এলাকায় দু'জন করে নিহত হয়েছে। এই অভিযানেও দুই সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।

আইএসপিআর জানিয়েছে, 'আজম-ই-ইস্তেকাম' অভিযানের আওতায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে। শেষ জঙ্গিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাক সেনা।

দু'মাসের জন্য গৃহবন্দি সোনম ওয়াংচুক, লাদাখে শীতের মধ্যে নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা



লেহ : লাদাখের পরিবেশকর্মী ও জলবায়ু আন্দোলনের নেতা সোনম ওয়াংচুককে আগামী দু'মাসের জন্য গৃহবন্দি করল লাদাখ প্রশাসন। একই সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে কোনও জনসভা, মিছিল বা বিক্ষোভ কর্মসূচিতেও তিনি অংশ নিতে পারবেন না। পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। তবে প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ওয়াংচুকের অভিযোগ, লেহতে তাঁর বাড়ির চারপাশে কয়েক ডজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও প্রশাসনের তরফে প্রথমে শুধু বাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, সহযোগীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পুলিশকর্মীরা তাঁদের বাইরে যেতে বাধা দেন।

আগামী ৪ ডিসেম্বর লাদাখ অটোনোমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের নির্বাচন। ৮ ডিসেম্বর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও পরে ৪ ডিসেম্বর ভোটের দিন ধার্য করা হয়েছে। শীতের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের বিরোধিতা করে তা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ওয়াংচুক-সহ একাধিক আঞ্চলিক নেতা। তাঁর অভিযোগ, মধ্যশীতে লাদাখের মানুষের উপর জোর করে নির্বাচন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশ্ন তোলার কারণেই তাঁকে গৃহবন্দি করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

অদৃশ্য মিথেনের বিষে উত্তপ্ত পৃথিবী, নিয়ন্ত্রণের বদলে পিছিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব

চোখে দেখা যায় না, গন্ধও নেই। অথচ নীরবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে চলেছে এক অদৃশ্য গ্যাস। নাম মিথেন। কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে এর আয়ু কম হলেও স্বল্প সময়ে তাপ আটকে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি। ২০ বছরের হিসাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় প্রায় ৮০ গুণ বেশি তাপ ধরে রাখতে পারে এই গ্যাস। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রায় ৩০ শতাংশের জন্য দায়ী মিথেন। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এই গ্যাসের নিঃসরণ কমানো এখন অন্যতম জরুরি চ্যালেঞ্জ।

বিপদের মাত্রা আরও স্পষ্ট হচ্ছে উন্নত কৃত্রিম উপগ্রহের নজরদারিতে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তেল ও গ্যাসক্ষেত্র, কয়লাখনি এবং বর্জ্য ফেলার জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ মিথেন ছড়িয়ে পড়ার ছবি ধরা পড়ছে মহাকাশ থেকে। কোথা থেকে, কী পরিমাণে এই গ্যাস নির্গত হচ্ছে, তা এখন অনেক বেশি নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা সম্ভব। অথচ নিঃসরণ কমানোর প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগে গতি নেই। উল্টে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো প্রভাবশালী শক্তি একাধিক বিধিনিষেধ কার্যকরের সময় পিছিয়ে দিচ্ছে। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এই নীতিগত গড়িমসি জলবায়ু সংকটকে আরও গভীর করতে পারে।

একসময় মিথেনের নিঃসরণ শনাক্ত করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। গ্যাসটি অদৃশ্য ও গন্ধহীন হওয়ায় কোথায়, কতটা ছড়িয়ে পড়ছে, তা নির্ধারণ করতে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হতো। এখন উন্নত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সেই কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে।



যুক্তরাষ্ট্রের প্ল্যানেট ল্যাবস এবং পরিবেশবিষয়ক অলাভজনক সংস্থা কার্বন ম্যাপার যৌথভাবে এমন একটি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন দুটি স্যাটেলাইট উত্তর থেকে দক্ষিণে পৃথিবীকে প্রায় ১৬ বার প্রদক্ষিণ করে শত শত ছবি সংগ্রহ করছে। তেল ও গ্যাস উত্তোলনকেন্দ্র, কয়লাখনি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে নির্গত মিথেনের উৎস চিহ্নিত করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

এই পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, মিথেন দূষণের একটি বড় অংশ তৈরি হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অল্প কয়েকটি উৎস থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অরলা এলাকায় চলতি বছর আটটি বড় নিঃসরণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে। স্ট্যানটন এবং লুইজিয়ানার রিংগোল্ড এলাকাতেও উল্লেখযোগ্য নিঃসরণ ধরা পড়েছে।

তবে সমস্যাটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয়। তুর্কমেনিস্তান থেকে ভেনেজুয়েলা; বিভিন্ন দেশে বড় আকারে মিথেন ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন প্রযুক্তির ফলে এসব নিঃসরণের অবস্থান ও মাত্রা শনাক্ত করা গেলেও সেগুলি বন্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগের অভাব স্পষ্ট।

জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনায় এতদিন কার্বন ডাই-অক্সাইডই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদি উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে মিথেনের প্রভাব অনেক বেশি তীব্র। ২০ বছরের সময়সীমায় একই পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় মিথেন প্রায় ৮০ গুণ বেশি তাপ আটকে রাখে।

কার্বন ম্যাপারের বিজ্ঞান বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যান কাসওয়ার্থের মতে, মিথেন নিঃসরণ কমানোর সুফল তুলনামূলক দ্রুত পাওয়া সম্ভব। আজ থেকে নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিলে তার ইতিবাচক প্রভাব বর্তমান প্রজন্মের জীবনকালেই অনুভব করা যাবে।

প্রকৃতিগতভাবেও মিথেন তৈরি হয়। জলাভূমি থেকে নির্গত এই গ্যাস প্রাকৃতিক উৎসের মোট মিথেন নিঃসরণের বড় অংশ। হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে মোট মিথেন নিঃসরণের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাকৃতিক উৎস থেকে আসে। বাকি প্রায় ৬০ শতাংশের জন্য দায়ী মানুষের কর্মকাণ্ড। জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন, কৃষিকাজ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এই দূষণের প্রধান ক্ষেত্র।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনত্ব রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, গত বছর দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিথেন নিঃসরণ করেছে চিন। দেশটির কয়লাখনি এই নিঃসরণের অন্যতম প্রধান উৎস। তালিকায় পরবর্তী স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

মিথেন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা প্রযুক্তির অভাব নয়, বরং কার্যকর প্রয়োগ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার মতে, জীবাশ্ম জ্বালানি খাত থেকে নির্গত মিথেনের প্রায় ৭০ শতাংশই বিদ্যমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে কমানো সম্ভব।

তেল ও গ্যাস উত্তোলনের সময় অনেক ক্ষেত্রে মিথেন সরাসরি বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোথাও আবার গ্যাস পুড়িয়ে ফেলা হয়। অথচ যথাযথ পরিকাঠামো থাকলে এই গ্যাস সংগ্রহ করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। অর্থাৎ দূষণ কমানোর পাশাপাশি সংস্থাগুলির আর্থিক লাভেরও সুযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আইন বিভাগের অধ্যাপক এডওয়ার্ড পারসনের বক্তব্য, তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির কাছে মিথেন আসলে একটি সম্ভাব্য বাণিজ্যিক পণ্য। গ্যাসটি ধরে রাখতে পারলে তা বিক্রি করে আয় করা সম্ভব। ফলে মিথেন অপচয় বন্ধ করা পরিবেশগত দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক।

তবু আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার পর্যবেক্ষণে জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে মিথেন নিঃসরণ কমার উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না।

মিথেন নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের দুর্বলতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে।

গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন তেল ও গ্যাস খাতে মিথেন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে চালু করা বিধিনিষেধ শিথিল করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। আগের নিয়মগুলি বহাল থাকলে ২০৩৮ সাল পর্যন্ত এই খাতের মিথেন দূষণ প্রায় ৮০ শতাংশ কমানো সম্ভব হতো বলে ধারণা করা হয়েছিল।

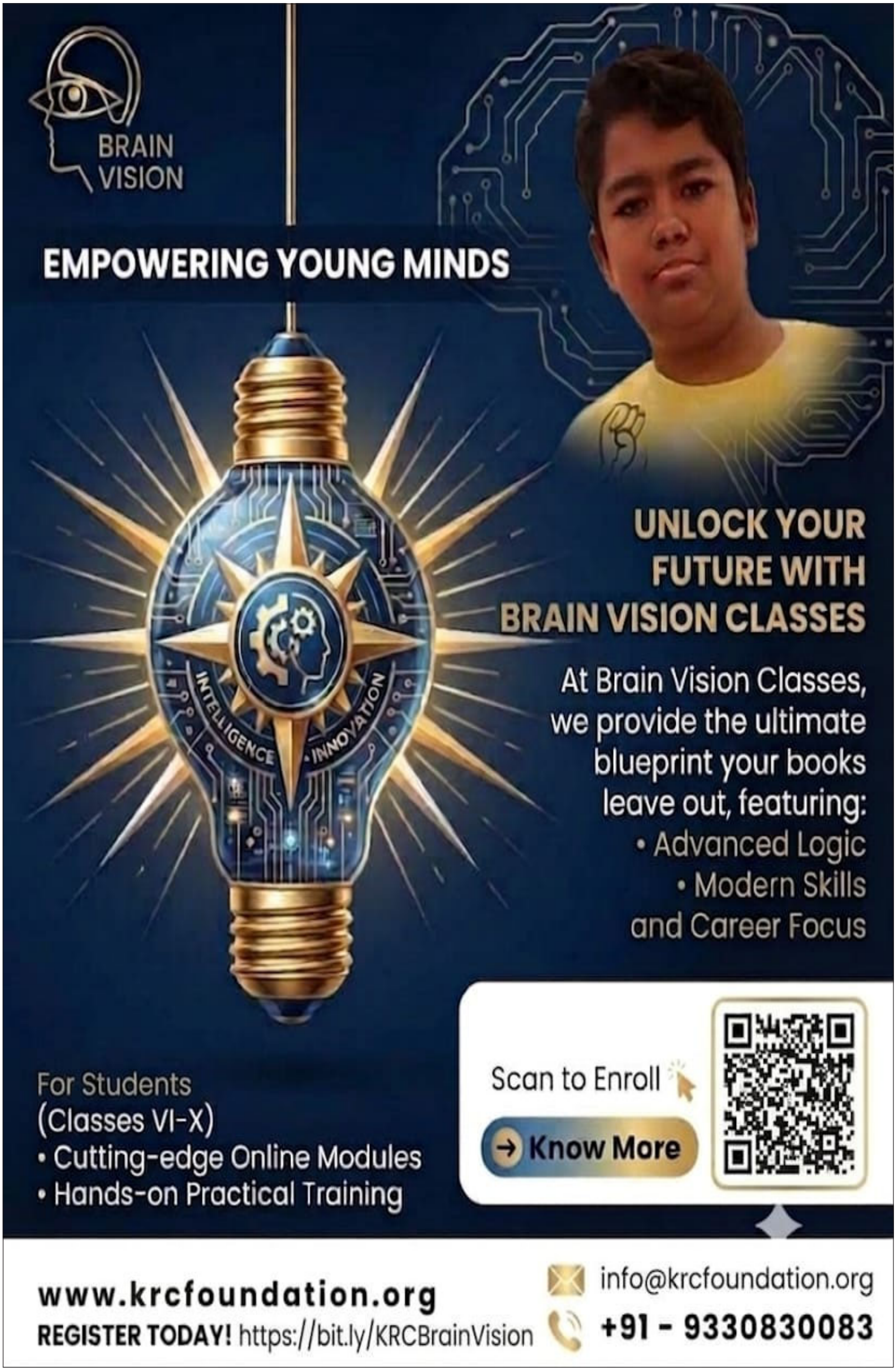
নতুন প্রস্তাবে বড় মিথেন নিঃসরণ শনাক্ত করা, তার তদন্ত এবং দ্রুত মেরামতের বাধ্যবাধকতা বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কম উৎপাদনকারী তেল ও গ্যাসকূপের ক্ষেত্রেও নিয়ম শিথিল করার পরিকল্পনা রয়েছে। মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার দাবি, এই পরিবর্তনের ফলে ভোক্তা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে।

কিন্তু পরিবেশবিদদের বক্তব্য, স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সাশ্রয়ের যুক্তিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। রোড আইল্যান্ডের ডেমোক্র্যাট সিনেটর শেলডন হোয়াইটহাউসের মতে, মিথেন ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয়ের ফলে জ্বালানির বিল বাড়বে, বায়ুদূষণের কারণে চিকিৎসার খরচ বাড়বে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও একই পথে হাঁটছে। গত মাসে জোটটি বিদেশ থেকে আমদানি করা তেল, গ্যাস ও কয়লার সঙ্গে যুক্ত মিথেন নিঃসরণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির বাধ্যবাধকতা তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard